



107144 - হারাম উপার্জনরে প্রকারসমূহ এবং সাহাবীদরে উপার্জনরে উৎসগুলো কী ছিল? এর মধ্যে সর্বোত্তম কোনটি?

প্রশ্ন

আমি উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করছি এবং ‘মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা’ (HRM)-এর উপর ডিগ্রি অর্জন করছি। আমার গবেষণার বিষয়ে ক্ষেত্রের কর্মকর্তাদের ব্যবস্থাপনা। এটি MBA ভুক্ত প্রসিদ্ধ সার্টিফিকেটগুলোর মাঝে অন্যতম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে ইসলামের পথ দেখানোর পর আমার মনে হয় যে এই যোগ্যতা কোনো উপকারে আসবে না। এর কারণসমূহ নমিনরূপ: ১. উক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য সুলভ চাকুরি ক্ষেত্রে সুদ লক্ষ্যে আবশ্যিক। ২. অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার কর্মকর্তাদের নতুন রকিবুটিং এর ক্ষেত্রে উভয় লিঙ্গ থেকে কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হয়। এর অর্থ হচ্ছে চাকুরীদাতার সাথে একজন নারীর প্রথম সাক্ষাৎকারটা হবে মাহরাম ছাড়া। তাকে নিয়োগ দায়ের পরও তার সাথে একত্রিত হওয়া ও নরিজনে অবস্থান করা লাগতে পারে; যমেন- তার কাজের মূল্যায়ন করার জন্য বা মানব-সম্পদ সেক্টরে অন্য আরও অনেকে প্রয়োজনে। ৩. মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার অধিকাংশ কর্মক্ষেত্রে (আমাদের দেশে কোন ব্যতিক্রম ছাড়া) অবাধ মলোমশো বদ্যমান। নারীরা পুরুষদের সামনে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করে। আমার জন্য কি এমন কর্মক্ষেত্রে কাজ করা জায়গা হবে; এই আশায় যে আমি সেখানে ইসলামের নীতিনির্ভরতা মনে চলব এবং আমার সহকর্মীদেরকে দ্বীনরে প্রতি আহ্বান জানাব ও তাদের জন্য আদর্শ হবে? নাকি আমার জন্য পুরোপুরি এই কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য দক্ষতা অর্জনে মনোযোগ প্রদান করা উচিত; যদিও সেই পেশার বতেন কম হয় এবং সামাজিক মর্যাদা নচি হয়, তবে সেই পেশা আমাকে এই সমস্ত অনিষ্টের দিকে ধাবিত করবে না। যদি শেষোক্ত সমাধানই সঠিক হয়; তাহলে আমাকে এমন কিছু পেশার উদাহরণ দনি যগুলোতে ফতিনা সর্বনমিন থাকে। এছাড়া সাহাবীরা কীভাবে জীবিকা উপার্জন করতেন আমাকে এর কিছু উদাহরণ দনি। অধিকন্তু, আমাকে কউ কউ বলছেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো অধীনে কাজ করার চয়ে ব্যবসাকে পছন্দ করছেন। এই কথার কি কোনো ভিত্তি বা দলীল আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কছু চাকুরি আছে যগুলো সত্তাগতভাবে হারাম। যমেন: সুদী ব্যাংকে চাকুরি করা কথিবা মদ বকিরি দোকানে চাকুরি করা।



আর কিছু চাকুরি আছে যোগেলোর কর্মক্ষত্রে বদ্যমান শরীয়তরে বধান লঙ্ঘনের কারণে সে কাজগুলো হারাম। যমেন: নারী-পুরুষরে মাঝে অবাধ মলোমশো কথিবা হারাম পোশাক পরা অথবা শরীয়ত লঙ্ঘতি হয় এমন রূপ ধারণ করার শর্ত থাকা, যমেন: দাড়িকাময়ি ফলো। এই উভয় প্রকার চাকুরি মুসলমিরে জন্য জায়যে নহে।

দ্বিতীয় প্রকাররে চাকুরিগুলোর মাঝে হারামরে মাত্রার তারতম্য আছে। সবচয়ে বেশি পাপ এমন চাকুরিতে যখনে সুদ লখিতে হয়। তারপর যখনে হারাম কিছু বক্রি বা নরিমাণ করতে হয়। তারপর এমন চাকুরি যার পরবিশে হারাম। শেষোক্ত প্রকাররে ব্যাপারেও অবহলো করা যাবে না। কারণ এটি কর্মকর্তার দ্বীনদারতি ও চালচলনে প্রভাব ফলে। বিশেষতঃ নারীর ফতিনার ক্ষত্রে; যা বনী ইসরাইলরে প্রথম ফতিনা। এটি মুসলমি পুরুষরে জন্য সবচয়ে ক্ষতিকর ফতিনা যমেনটি আমাদরে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদরেকে জানয়িছেন।

আপনাদরে দেশে যদি সব ক্ষত্রে নারী-পুরুষরে মলোমশো থাকে, নারী-পুরুষরে মলোমশো বহীন না থাকার মত এবং আপনি যদি মনে করেন যে ঐ সমস্ত স্থানে আপনার উপস্থিতি উপকারী, আপনি কিছু অনিষ্ট দূর করতে পারবনে কথিবা কিছুটা হ্রাস করতে পারবনে, আপনার অধীনে থাকা কর্মচারীদেরকে উপদেশে দিতে পারবনে, তাদেরকে আপনার সাধ্যমত সৎকাজরে আদেশে ও অসৎকাজে নিষেধে করতে পারবনে এবং নারীদের ফতিনা থেকে আপনাকে মুক্ত রাখবে এমন সতর্কতামূলক পদক্ষেপে আপনি গ্রহণ করবনে, যমেন: আপনি অববাহতি হলে দ্রুত ববাহ করা, তাদের দিকে দৃষ্টিপাত না করা, তাদের সাথে একান্তে না থাকা, কর্মরে প্রয়োজনে কিছু নারী সহকর্মীর সাথে বসলে অফসিরে দরজা খোলা রাখা এবং নারী সহকর্মীর কাছাকাছি না বসা ইত্যাদি সক্ষেত্রে আমরা মনে করি, যে চাকুরিতে থেকে আপনি কিছু শরয়ি কল্যাণ সাধন করতে পারবনে ও কিছু অনিষ্ট হ্রাস করতে পারবনে সেখানে আপনি থাকাটা এ চাকুরিগুলোতে একবোর দ্বীনদার মানুষ না-থাকা ও অঙ্গনগুলো নরিটে বদেবীন ও শরয়ি বধানে বালাই নহে এমন লোকদের জন্য ছড়ে দেয়ার চয়ে উত্তম। কারণ মাধ্যমে অনিষ্ট ব্যাপক আকার ধারণ করবে ও বাড়তে থাকবে এবং এর প্রতিকার করা কঠনি হয়ে যাবে। এমন কত বশিবদিয়ালয়রে শিক্ষক আছেন যারা সহশিক্ষা রয়ছে এমন বশিবদিয়ালয়ে পড়য়িছেন, কনিতু আল্লাহ তাদের মাধ্যমে অনেকে উপকার সাধন করছেন এবং বহু অনিষ্ট প্রতহিত করছেন।

সুতরাং আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আশা করছি যে, আপনিও ঐ সমস্ত সংস্কারকদের একজন হবনে।

তদুপর, যদি আপনি মনে করেন যে, এ চাকুরিতে যোগদান করলে আপনি দ্বীনদারতি রক্ষা করতে পারবনে না, বরং একটু একটু করে হারামরে দিকে আপনাকে ধাবতি করা হবে, সক্ষেত্রে আপনার সামনে তৎক্ষণাৎ চাকুরিটি ছড়ে দেওয়া ছাড়া ভনিন কোনো উপায় নহে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোনো কিছু ছড়ে দিয়ে আল্লাহ তাকে এর চয়ে উত্তম কিছু প্রদান করেন; যমেনটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন।

দুই:

সাহাবীরা যবে সমস্ত কাজে মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন করছেন তা অগণ্য। তন্মধ্যে রয়েছে: ব্যবসা করা। যমেন: আবু বকর সদ্দীক, উসমান ইবনে আফ্ফান, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুম। আরও রয়েছে: কৃষিকাজ করা; চাই তারা নজিরো জমরি মালিক হন কিংবা কর্মচারী হিসেবে খাটেন। এই ক্ষেত্রে থেকে অনেকে মুহাজিরি ও আনসার সাহাবী উপার্জন করতেন। আরও রয়েছে: পশো-ভিত্তিক কাজ। যমেন: কামার, ছুতার ইত্যাদি। আরও রয়েছে রাষ্ট্রের সাথে জড়তি পশো। যমেন: শিক্ষা, যাকাত সংগ্রহ, বচির কাজ প্রভৃতি। আরও রয়েছে: জহাদ থেকে উপার্জন; যমেন: গনীমত।

কিন্তু তৎকালীন জীবনযাত্রার ধরন, পশো ও শলিপি এবং এ যামানায় জীবনযাত্রার ধরণ, পশো ও শলিপরে মাঝে বেরাট ব্যবধান। "প্রত্যেকে ঘটনার বক্তব্য আলাদা" যমেনটি প্রবাদে বলা হয়।

তনি:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের কর্মের উপর ব্যবসাকে প্রাধান্য দিয়েছেন মরম্বে কোনো কথা আমাদের জানা মতে প্রমাণিত নয়। এ বিষয়ে আলমেদরে মাঝে মতভেদে রয়েছে। কটে কটে ব্যবসাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কটে দিয়েছেন কৃষিকাজকে। আরকে দল হাতের কর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যমেন: হস্তশলিপি।

ব্যবসার ফযীলত প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সটে প্রমাণিত নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তনি বলেন: 'রযিকিরে দশ ভাগে নয় ভাগ ব্যবসায়।' [দখুন: আস-সলিসলিহ আদ-দঈফাহ: (৩৪০২)]

অন্যদিকে হাতের উপার্জন ও ব্যবসার ফযীলত প্রসঙ্গে বর্ণনা হচ্ছে: রাফে' ইবনে খাদীজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: জজিঞসা করা হলো: সর্বোত্তম উপার্জন কী? তনি বলেন: "ব্যক্তির নজি হাতের উপার্জন এবং প্রতিটি নিরিভজোল বকিরি।" [হাদীসটি আহমদ (১৭২৬৫) বর্ণনা করেন। মুসনাদরে মুহাক্ককিরা এটিকে হাসান বলে গণ্য করেন। শাইখ আলবানী 'সহীহুত তারগীব' গ্রন্থে (১৬৯১) এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

মকিদাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নজিরে হাতের উপার্জন থেকে উত্তম খাবার কটে কখনো খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহিস সালাম নজি হাতের উপার্জন থেকে খেতেন।" [বুখারী (১৯৬৬) হাদীসটি বর্ণনা করেন]

হাফযে ইবনে হাজার রাহমাহুল্লাহ বলেন: "আলমেরা সর্বোত্তম উপার্জনের ব্যাপারে মতভেদে করছেন। মাওয়ারদী বলেন: উপার্জনের মৌলিক মাধ্যম হচ্ছে: কৃষি, ব্যবসা ও পশো। শাফয়ীর মাযহাবে উত্তম উপার্জন হচ্ছে: ব্যবসা। তবে আমার কাছে অগ্রগণ্য হচ্ছে: সর্বোত্তম উপার্জন কৃষিকাজ। কারণ সটে তাওয়াক্কুলরে নকিটবর্তী।

ইমাম নববী পূর্ববক্ত মকিদাম (রাঃ) এর হাদীস দিয়ে তার বক্তব্যকে রদ করে বলেন: সঠিক হচ্ছে: সর্বোত্তম উপার্জন যা নজিরে হাত দিয়ে যা করা হয়। যদি কটে কৃষক হয় তাহলে এটি তার সর্বোত্তম উপার্জন। কারণ এতে রয়েছে নজিরে হাতের



কাজ। আর যহেতু এতে তাওয়াক্কুল থাকে এবং এর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে মানুষ ও পশুর উপকার হয়। অধিকন্তু স্বভাবতঃই বনিমিয় ছাড়া এর থেকে খাওয়া হয়।

আমি বলব: হাতের কামাইয়ে এর থেকেও উপরে রয়েছে জহিদরে মাধ্যমে কাফেরদের সম্পদ থেকে উপার্জন করা। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের উপার্জন। এটি সবচেয়ে সম্মানজনক উপার্জন। কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহর কালমো উচ্চকতি হয় এবং তার শত্রুদের কালমো লাঞ্ছিত হয়। এছাড়া এর দ্বারা আখরাতের উপকার সাধিত হয়।

তিনি বলেন: যে ব্যক্তি নিজ হাতে কাজ করে না তার জন্য কৃষিকাজ উত্তম। এর কারণ আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি।

আমি বলব: এর কারণ হলো ইতঃপূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে যে, এতে পরোপকার রয়েছে। বস্তুতঃ পরোপকার কেবল কৃষিকাজে সীমিত নয়। বরং যা কিছুতে হাত দ্বারা কাজ করা হয় তা সবই পরে উপকার করে। কারণ এর মাধ্যমে এমন কিছু প্রস্তুত করা হয় যা মানুষের প্রয়োজন।

সঠিক কথা হলো: এগুলোর স্তর বিভিন্ন। অবস্থা ও ব্যক্তিভেদে তা বিভিন্ন। আল্লাহ তাআলার কাছে এ বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান রয়েছে।'[সমাপ্ত][ফাতহুল বারী (৪/৩০৪)]

পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে যে ব্যক্তি অন্যান্য কাজের তুলনায় কৃষিকাজে দক্ষ তার জন্য কৃষিকাজ উত্তম। আবার পেশা-ভিত্তিক কাজ অন্য কারো জন্য উত্তম। তৃতীয় কোনও ব্যক্তি যদি ব্যবসায় পারদর্শী হয় তাহলে তার জন্য ব্যবসা অন্য কিছু থেকে উত্তম।

তাই প্রত্যেক মানুষের উচিত নিজের সাথে মানানসই এবং নিজের দক্ষ এমন কাজ বাছাই করা। তারপর এই কাজের মাধ্যমে সে নিজের সকল মুসলমিরে উপকার করার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ তাআলাই তৌফিকদাতা।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।